১.১২ ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্য
Distinction between Secularism and Communalism

অথবা, সাম্প্রদায়িকতা কি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ধারণার বিরোধী ?
Is Communalism opposed to Indian Secularism ?

পশ্চিমি ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল না থাকলেও ভারত যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। সুদীর্ঘকাল থেকে ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে অনুসরণ করে আসছে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাতেও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটি স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতে বসবাস করছে এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে আসছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ধারণাটি ভারতের সেই আজন্ম লালিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে এবং এখনও করছে। কোন্ কোন্ দিক থেকে সাম্প্রদায়িকতার ধারণাটি ভারতে সনাতন ধর্মনিরপেক্ষ ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা নিয়ে আলোচনা করা হল ।

(১) ধর্মনিরপেক্ষতা হল এমন কিছু যার সঙ্গে ধর্ম বা ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িকতা বলতে কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি গভীর প্রত্যয় বা অনুরাগকে বোঝায়।

(২) ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আদর্শগত দিক থেকেও পার্থক্য রয়েছে। **ধর্মনিরপেক্ষতা বস্তুবাদ, মানবিকতাবাদ, যুক্তিবাদ প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।** এটি হল এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি যা ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষকে যাবতীয় জাগতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে। ধর্মনিরপেক্ষতা মনে করে সমাজের নীতিবোধ তৈরি হবে মানুষের ইহজগতের ভালোমন্দের বিচারে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। **অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ করা যায়।** সাম্প্রদায়িক নেতাদের কাছে মানুষের পরিচয় তার কর্ম বা গুণ নয়, তার ধর্ম। তাঁরা মনে করেন, একজন মানুষের পরিচয় হবে ধর্মকে ভিত্তি করে; ধর্মই হবে মানুষের সামাজিক পরিচয়ের মূল ভিত্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, **একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ আস্তিক হতে পারে অথবা নাস্তিক হতে পারে, কিন্তু একজন সাম্প্রদায়িক মানুষ নাস্তিক হয় না।**

(৩) ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল **ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পৃথকীকরণ।** ধর্মনিরপেক্ষতা হল এই ধরনের একটা বিশ্বাস যে রাজনীতি, নৈতিকতা, শিক্ষা ইত্যাদি ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র থাকবে। **পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ** যোগাযোগ থাকে। রাজনীতিতে, প্রশাসন ব্যবস্থায় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মের হস্তক্ষেপই হল সাম্প্রদায়িকতা। **সুধাংশু দাস-এর মতে,** সাম্প্রদায়িকতা মানে হল ধর্ম ও রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলা ; শিক্ষা, প্রশাসন ও রাজনীতিতে কোনো একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চিন্তাধারাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং সেই ধর্মীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করা। শ্রী দাসগুপ্ত আরও বলেন, "সংক্ষেপে ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্ম থেকে রাজনীতি ও শিক্ষার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার মানে হল ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় কার্যকলাপের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ গঠন করা। ধর্মের ভিত্তিতে অথবা ধর্মকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুনাফা লাভের জন্য যেসব দল গড়ে ওঠে সেগুলিকে সাম্প্রদায়িক দল বলা হয়। শিবসেনা, মুসলিম লিগ, ইত্তেহাদুল মুসলিমেন প্রভৃতি দলগুলি সাম্প্রদায়িক দল। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কাজে আত্মনিয়োগ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে।"

(৪) **ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সকল ধর্মকে সমান দৃষ্টিতে দেখা এবং কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা।** ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আদর্শটি গুরুত্ব পায়। **পক্ষান্তরে, এক ধর্মীয় সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ ও ঘৃণা ছড়ানোই হল সাম্প্রদায়িকতা।** সাম্প্রদায়িকতা হল এমন একটা মতাদর্শ যা অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী

Scanned with CamScanner

হয়ে নিজের ধর্মীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে চায়, সাম্প্রদায়িকতা সেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও সংঘাত সৃষ্টি করতে চায়।

(৫) **সময়ের বিচারেও ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।** ধর্মনিরপেক্ষতা হল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ধারণা। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুসরণ করা হচ্ছে বহু প্রাচীনকাল থেকেই। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে শিবাজীর যখন লড়াই হয়েছে, তখনও সাধারণ হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িকতা হল একটি আধুনিক ধারণা। ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িকতা লক্ষ করা যায়, তার উদ্ভব আধুনিক কালেই, ব্রিটিশ আমলে। **বিপান চন্দ্র**-এর মতে, সাম্প্রদায়িকতা জনসাধারণের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের জন্য অতীতের প্রতিষ্ঠান, মতাদর্শ ও ঐতিহ্যকে ব্যবহার করলেও এটি একটি আধুনিক মতাদর্শ। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ওইসব অতীত তত্ত্ব, ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস ব্যবহৃত হয় আধুনিক পুঁজিবাদের স্বার্থে।

(৬) ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি হল বস্তুবাদ, মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, বহুত্ববাদ, পরধর্ম সহিষ্ণুতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি হল মৌলবাদ, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামি, হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, সংকীর্ণতা, ভণ্ডামি, মিথ্যাচার ইত্যাদি।

(৭) **ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারীরা চান ধর্ম বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ ও বিকাশ।** তাঁরা বিশ্বাস করেন, সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্নতি ও বিকাশের মধ্যে নিহিত থাকে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি। **অপরপক্ষে, সাম্প্রদায়িকতার অনুসরণকারীদের বিশ্বাস, অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কে আঘাত বা ক্ষতিগ্রস্ত না করে নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি সম্ভব নয়।** এর অনিবার্য পরিণতি হল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষি, সংঘর্ষ, যা শেষ পর্যন্ত দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং উন্নয়ন ব্যাহত করে।

(৮) **মানবজাতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।** ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল ধর্মের মানুষের কল্যাণ কামনা করা হয় এবং সকল মানুষকে সমান চোখে দেখা হয়। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক নেতারা কেবল নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদেরই আপন বলে ভাবতে পারেন; তার বাইরে সমস্ত মানুষের প্রতিই তাঁরা বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। কাশ্মীরের উগ্রপন্থী মুসলমানরা বা হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা জনগণ বলতে কেবল নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদেরই বোঝেন এবং তাদের স্বার্থের কথাই ভাবেন।

(৯) **পরিশেষে, ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে কোনোরূপ ভণ্ডামি বা চাতুরি বা সংকীর্ণতা থাকে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে ভণ্ডামি ও সংকীর্ণতা লক্ষ করা যায়।** সাম্প্রদায়িক নেতারা তাঁদের সমর্থকদের মনে এক ধরনের ভ্রান্তচেতনা ও অন্ধবিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। যে-কোনো সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর নেতারা দাবি করেন যে, তাঁদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকলেরই স্বার্থ অভিন্ন এবং তাঁরা সেই সাধারণ স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে চান। বাস্তবে তা হয় না। **বিপান চন্দ্র**-এর মতে, সাম্প্রদায়িকতা কখনোই সমগ্র হিন্দুর বা সমস্ত মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না। একজন কোটিপতি হিন্দু বা মুসলিমের স্বার্থ একজন খেতমজুর হিন্দু বা মুসলিমের থেকে স্বতন্ত্র। তাই সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে হয় সচেতন প্রবঞ্চনা অথবা অচেতন আত্মপ্রবঞ্চনা লুকিয়ে থাকে। তবে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের নামেও ভণ্ডামি ও সংকীর্ণ রাজনীতির খেলা চলতে থাকে।

উপসংহার ঃ *উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। পৃথিবীকে যদি সুন্দর ও শান্তিময় করে তুলতে হয় তাহলে প্রয়োজন ধর্মনিরপেক্ষতা ; আর যদি রসাতলে পাঠাতে হয় তাহলে দরকার সাম্প্রদায়িকতা।*

Scanned with CamScanner